দক্ষতাসহ
কর্মসংস্থানের বিরাট
সুযোগ

বেছে নিন চাকরি কিংবা ব্যবসা...

আপনার জীবনমান উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব?

জীবনমান উন্নয়নের পূর্বশর্ত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দরকার যোগ্যতা তথা শিক্ষা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা। শিক্ষা কম হলেও দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আপনি অবশ্যই নিশ্চিত করতে পারবেন আপনার পছন্দমতো কর্মসংস্থান। হতে পারে সেটা চাকরি, ব্যবসা অথবা উৎপাদনশীল কিংবা প্রযুক্তিমূখি আয়মূলক উদ্যোগ।

এক সময়ে আমাদের অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। কিন্তু দেশে ১৯২০ সালে যেখানে জনসংখ্যার পরিমান ছিল ৩ কোটি ৩৫ লাখ জন। ১০০ বছর সেই সংখ্যা হবে পাঁচ গুণেরও বেশি, তথা ১৭ কোটি ৩০ লাখ। কিন্তু সে অনুযায়ী আবাদী জমির পরিমাণ বাড়েনি, বরং প্রতিবছর কমছে। তাই উন্নয়নের জন্য দরকার বিকল্প উৎপাদনশীল কিংবা প্রযুক্তিমূখি উদ্যোগ। আর এর যোগ্য হলেই আপনি সময়ের সাথে ভালো থাকবেন।

কারিগরী প্রশিক্ষণ আপনার ভবিষ্যত নির্মাণে কিভাবে সহায়তা করবে?

সাধারণ শিক্ষায় মোটামুটি শিক্ষিত হবার পর আপনি যখন সামনে এগিয়ে যাবার পথ পাচ্ছেন না তখন আপনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)। জিইউকের রয়েছে জব প্লেসমেন্ট ইউনিট, যার মাধ্যমে কারিগরী বিষয়ে কর্মপ্রত্যাশীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্প
সহায়তায়: পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
বাস্তবায়নে: গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)

করে থাকে। জিইউকের সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার রয়েছে। এর বাইরেও দরিদ্র, কর্মহীন বেকার এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী (আদিবাসী, নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী), সদস্যদের নিম্ন-আয়ের আত্মীয়দেরকেও প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। জিইউকে এখন আটটি বিষয়ে কারিগরী প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। প্রশিক্ষণে প্রথম দফায় সকলকেই পারিবারিক দায়িত্ববোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, যোগাযোগ ও যোগাযোগ কৌশল, সাধারণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, চাকরিপ্রাপ্তির কৌশল ও চাকরির সাধারণ নিয়মাবলীসহ নানাবিধ বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়। এছাড়াও প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে যারা আত্মকর্মসংস্থানে আগ্রহী তাদের সহজশর্তে সংস্থা হতে ঋণ প্রদান করা হয়। আর এভাবেই একজন সাধারণ কর্মপ্রত্যাশী দক্ষ হয়ে কর্মসংস্থান পায় কিংবা নিজেই কর্মসংস্থান গড়ে তুলে।

কীভাবে এই সুযোগ গ্রহণ করবেন?

ক্যারিয়ার গড়ার এই সুযোগটি নিতে চাইলে আপনাকে জিইউকে ওয়েবসাইট www.gukbd.net বা ফেসবুকে facebook.com/gukgaibandha গিয়ে ডাউনলোড করে নিতে হবে প্রশিক্ষণার্থীদের আবেদন ফরম। এছাড়া জিইউকের যে কোন শাখা অফিসে গিয়েও এই আবেদনের পুরো কাজটি করা যাবে। প্রশিক্ষণ ফরম পূরণ করার আগে আপনি পছন্দ করে নিন আটটি ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ তালিকা থেকে আপনার ট্রেড যেটি হবে তার বিস্তারিত বিবরণ। পূরণকৃত আবেদন ফরম ও প্রশিক্ষণ ফির সাথে আরো লাগবে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি, জন্ম সনদপত্র/জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি ২ (দুই) কপি এবং ইউপি/পৌরসভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদপত্র। পরে নির্ধারিত দিনে আপনাকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। নির্বাচিত হলে জিউকের আধুনিক প্রশিক্ষণ হলে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থাসহ আপনার প্রশিক্ষণ সিডিউল জানিয়ে দেয়া হবে। মনোনীত না হলে প্রশিক্ষণ ফি ফেরত প্রদান করা হবে। কোনরকম তদবিরের দরকার নেই। নিয়মিত অধ্যয়রত শিক্ষার্থীদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

ভর্তুকি হারে ধার্যকৃত ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের ফি ও প্রার্থীর যোগ্যতা

এই প্রশিক্ষণের মেয়াদ তিন মাস। এই প্রশিক্ষণটি আবাসিক। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা ও খাওয়া ফ্রি, শুধু মোট খাওয়া খরচের শতকরা ১০ ভাগ হিসাবে মাত্র ২ হাজার ২৫০ টাকা এককালীন প্রদান করতে হবে। তিন মাস প্রশিক্ষণ শেষে স্ব-স্ব ট্রেডে দক্ষতার সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। এছাড়া কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে সহযোগিতা করার পাশপাশি আত্মকর্মসংস্থানে ইচ্ছুকদের স্বল্পসুদে ঋণ সহযোগিতা দেয়া হয়।

প্রশিক্ষণ ট্রেডভিত্তিক প্রার্থীর যোগ্যতা নিম্নরূপ:

ট্রেডের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা
আইটি সাপোর্ট সার্ভিস	এইচএসসি
গ্রাফিক্স ডিজাইন	এইচএসসি
ওয়েব ডিজাইন	এইচএসসি
আউটসোর্সিং (আইসিটি)	এইচএসসি
ফ্যাশন গার্মেন্টস	সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণি
মোবাইল ফোন সার্ভিসিং	সর্বনিম্ন ৫ম শ্রেণি
ইলেক্ট্রনিক্স ওয়ার্ক	সর্বনিম্ন ৫ম শ্রেণি
ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্ক	সর্বনিম্ন ৫ম শ্রেণি

প্রতিটি ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণে সরঞ্জমাদির প্রদর্শনসহ তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থী যেন সরাসরি কাজ করে আয় করার জন্য উপযুক্ত হয় সেস পরিমাণ দক্ষতা নিশ্চিত করা হয়।

প্রশিক্ষণে ভর্তির জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

ভর্তির জন্য জিইউকে প্রধান কার্যালয়:
নশরৎপুর, গাইবান্ধায় সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে।
এছাড়াও জিইউকের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করা যাবে।

বিশেষ তথ্য জানতে ফোন করুন: ০১৭৩০ ০২৫২৭৪

কারিগরি শিক্ষা নিলে বিশ্ব জুড়ে চাকরি মেলে

দারিদ্র্যমুক্ত হতে দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুবশক্তিকে সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা দরকার। এ লক্ষ্যে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) SEIP প্রকল্পের দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারের যুব সন্তানদেরকে দক্ষ করতে তাদের চাহিদামতো প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত তরুণ-যুবরা আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি অন্যদের জন্যও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরাসরি ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে, যা জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। দেশ গড়তে, বেকারত্ব দূর করতে, দেশের জনসংখ্যাকে বোঝা নয় সম্পদে পরিণত করতে, স্বনির্ভর আত্মকর্মসংস্থান গড়ে তুলতে এই প্রশিক্ষণ তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র
Gana Unnayan Kendra
উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার ৩৩ বছর

প্রধান কার্যালয়
গ্রাম: নশরৎপুর, জেলা: গাইবান্ধা-৫৭০০, পোস্ট বক্স: ১৪, বাংলাদেশ
মোবাইল: +৮৮ ০১৭৫৫৬৬০৬৬০, ০১৭১৩৪৮৪৬৯৬
ফোন ও ফ্যাক্স: +৮৮ ০৫৪১-৫২৩১৫ *ইমেইল: info@gukbd.net
ওয়েব সাইট: www.gukbd.net

উন্নয়ন প্রচেষ্টায় গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের (জিইউকে) পথচলা শুরু ১৯৮৫ সালে, গাইবান্ধা সদর উপজেলার দরিদ্র ও পিছিয়ে থাকা নারী-পুরুষদের সংগঠিত করার মাধ্যমে। এই জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত সংস্থাটি ৩২ বছর যাবত উন্নয়নের বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে যাচ্ছে। দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কাজে নিয়োজিত করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন সংস্থার অন্যতম কর্মসূচি। এজন্য জিইউকে সময়োপযোগী আয়মূলক কর্মসংস্থানের যোগ্য ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির জন্য ২০১০ সাল থেকে দরিদ্র যুব নারী-পুরুষদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। পাশাপাশি গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি পেতে সহায়তা দিয়েছে। এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৮৭১ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে চাকরি বা আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। শুধু তাই নয়, আগ্রহীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য সহজশর্তে ঋণ সুবিধাও দিয়েছে।

এ কাজে জিইউকে কে সহায়তা দিয়েছে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্প। দক্ষতা-উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বাজার চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে জনসম্পদ তৈরি এবং প্রশিক্ষণ শেষে আরো উৎপাদনশীল মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিত করে প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবার ও ব্যক্তির মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, যাতে তারা টেকসইভাবে নিজ নিজ জীবনমান উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে অন্তত শতকরা ৭০ ভাগ (মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থানের হার ৬০:৪০) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে।